



# icche DĀnĀ

give wings to your thoughts



শারদ শুভেচ্ছা

Rhein-Ruhr Durgotsav 2020



First Edition--October Issue 2020--[www.icche.de](http://www.icche.de)

# DURGA PUJO – THE ICCHE WAY



**Durga Pujo**, the eponymous Bengali festival, has travelled all over the world with Bengalis.

It has been rumoured that “Whenever 3 Bengalis meet at a place, a Durga Pujo can be organised, if 4 meet, there can even be 2!” But Durga Pujo in Europe is far from a rumour. It is an absolute, unwavering truth.

An event that even the most anglicized or Europeanised of Bengalis look forward to since the beginning of the year, same way they did back in Bengal; when they looked for the Red marked Puja days in the new year’s calendar. But a mere gauging of the number of vacation days one must take during this time is not sufficient.

Unlike West Bengal, where every “Para” (Street/group of streets) has a “Sangha” (Club) which will inadvertently aim (and mostly succeed) to organise a Pujo, the choices in European countries are limited and far between.

In Dusseldorf, the NRW Capital, Durga Pujo is a grand affair. What little it lacks in logistics and thematizations, it makes up through an unprecedented zeal and fervour, which is mirrored in each and every individual associated with this Pujo! A full 5 days of Pujo rituals by our specially flown in Thakurmoshai, a plethora of Cultural programs assimilated by the super talented people; and to round it all off, delectable food throughout the day.

One almost doesn’t miss the “Pujo back home”! Cut to this year, the scene is quite different. Amidst all the regulations imposed by the government and the fear of the dreaded virus looming over us, Durga Pujo in Dusseldorf is all but a reminiscence of what it is supposed to be. But the most deplorable of situations have given rise to the most brilliant of beginnings. ICCHE is our beginning. An endeavour to celebrate life along with its many nuances. ICCHE brings to you a unique way to enjoy the pujo in an Online setting this year. Along with it is our digital magazine, Icchedana which gives you a chance to witness the wonderful talent on display.

And it doesn’t stop at Durga Pujo. Our aim is to honour the myriad of cultures in India with their own set of customs and to provide a platform to the multi-talented Indian diaspora in and around Dusseldorf. So, keep watching our social media handles and our website to acquaint yourself with more upcoming events, meet ups when possible, and in general, build a strong community that stays together and prospers. Till then, “Subho Saradiya!” “Kache Thakun, Pashe Thakun!”



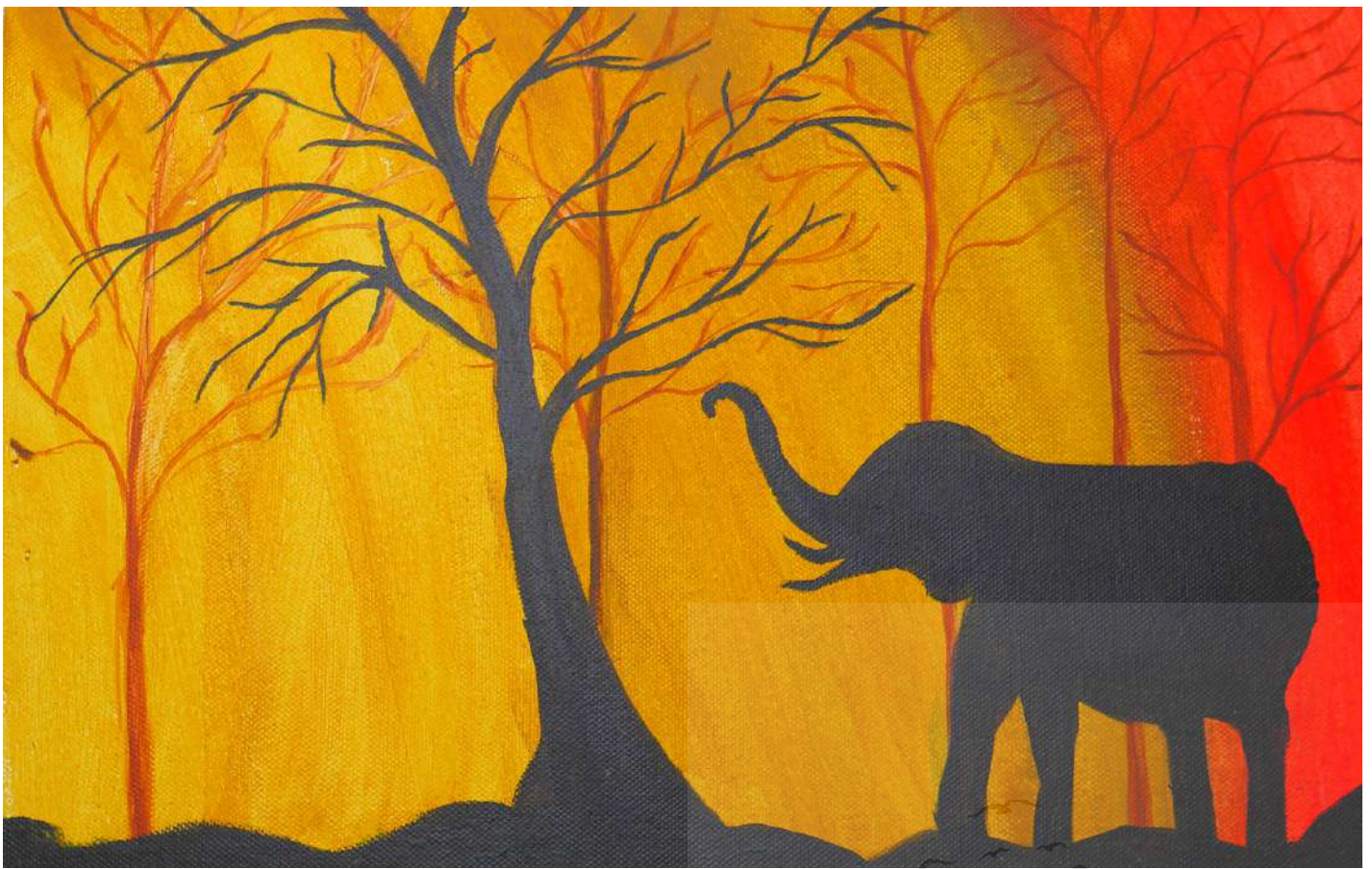
**Words by Suprakash Pal**

# Made in Germany

Die Techniker bietet Ihren internationalen Fachkräften einen exklusiven Welcome Service.

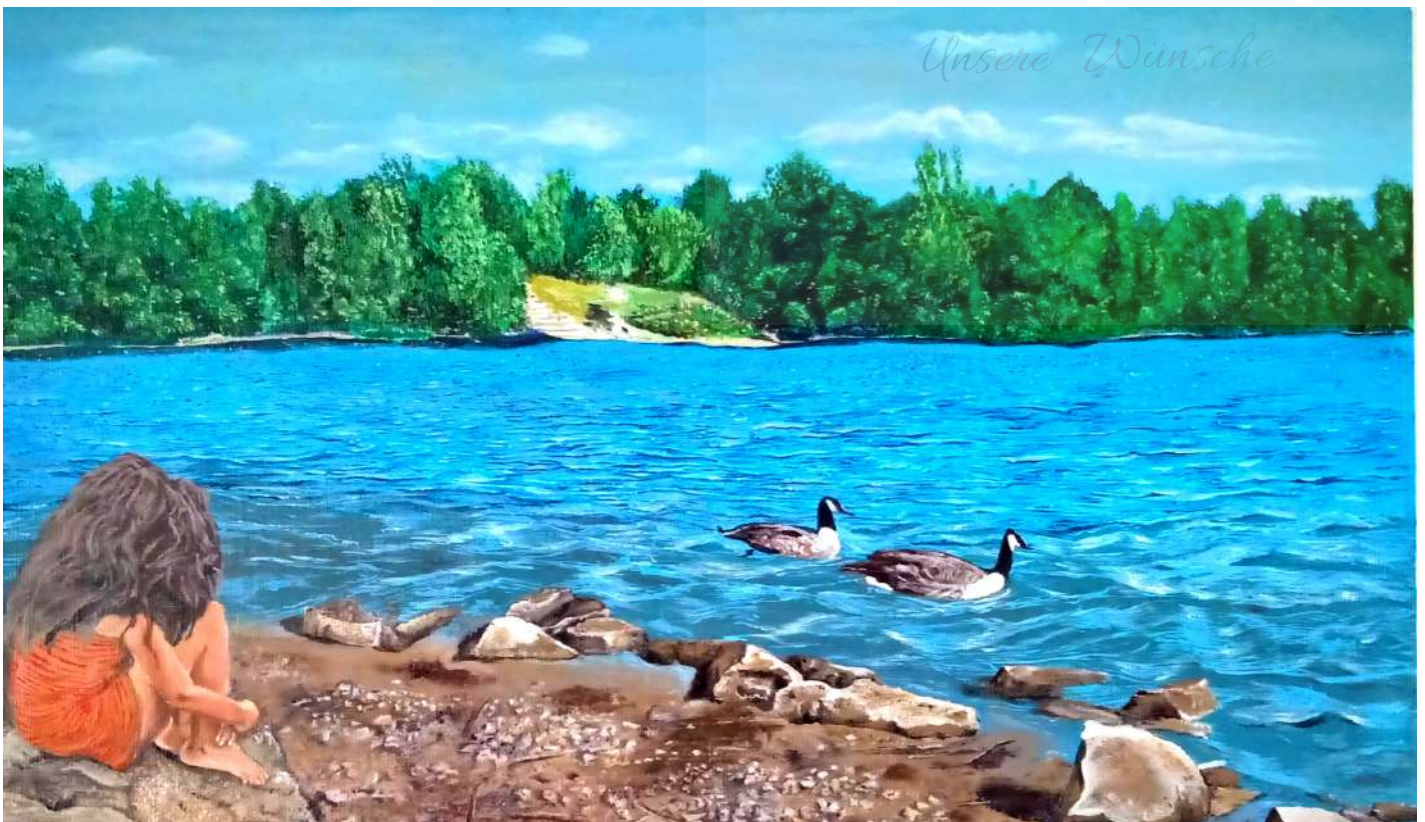
Wir sorgen für einen Auftakt nach Maß – mit deutscher Gründlichkeit und Qualität. Zum Beispiel mit englischsprachiger Beratung, unbürokratischen Prozessen und vielen Kooperationspartnern.

**Sebastian Tobelander**  
Business Customer Consultant  
Tel. +49 (0) 40 - 46 06-510 92 27  
[sebastian.tobelander@tk.de](mailto:sebastian.tobelander@tk.de)



"Alone in the Fall"-Priya Sivasundar

icchedānā



"Serenity"-Nisha Grover

# A LETTER TO CORONA



**Dear Corona,**

You are known to almost all present in this universe! And why not! Because irrespective of caste, creed or gender all have experienced your presence in our lives in some other way. When a total Lockdown was imposed by the Government due to your silent entry, many felt happy because of the unexpected break given by you from their otherwise breakless routine. Social Media was flooded with joyful images of family times in different ways. Some sites showed exhibits of art forms like poems, stories, sketches while some displayed delicious homemade cuisines. All in all it seemed like a never ending Family Reunion. Your arrival on a pandemic level on one side was the culprit of many things like taking away jobs, forced migration, loss of beloved people, sufferings due to the infection on one side. You became the main cause of bringing 'unpredicted hours of togetherness' for members of the same family. Increase in lockdown led to increased stay of these members and this in turn gave thought provoking effects on various relationship.

A working couple got the opportunity to spend Quality time which it had always longed for. The head of the family and still the only bread earner in many Indian families who used to be busy shouldering financial responsibilities got a chance to enter his Children's world. It's indeed true Corona, that you are the Originator of a New Normal. This world may not be easy for all due to the irreparable losses given by you. But one thing you have enabled us to discover is the fact of our own Relationships. We have realised that growth of communication gap in any relation which was actually born during normal world remains in our hands in the new normal. Days will pass by, World will soon regain its earlier space but your arrival and presence will stay with us and will be registered with all references in the pages of history for future generations to study and be well prepared. But some unsaid feelings, emotions and unrelieved memories behind the scene all because of you will be registered in the minds of people who witnessed YOU.

**- Anuradha Ghosh**

# আবদার

- শঙ্খ সেন



সংসার তার হলো না যে আর  
প্রাণ পাখী জীবন খাঁচায় থাকতে চায়না আর  
গণিতের হিসেব মিললো না ইহ জন্মে,  
সেটা সে জানে  
ভালোবাসার সুগন্ধ তার তবু এক পত্রে  
রয়েছে বোধহয় খেমে

পত্র তার বাঁধা স্বপনো স্নিগ্ধ তারে  
পারি দেয় অন্তরের শিরার গভীরে  
পত্র সে পড়েছে এ তার দৃঢ় বিশ্বাস  
উত্তর না পাওয়ার অপেক্ষায়  
ব্যর্থ কি তার প্রণয়প্রয়াস?

শেষের আবদার গ্রহন যোগ্য রইবে কি আর হয়  
পড়বে কি সে পত্র খানি, শান্ত হবে কি মোর হৃদয়  
জানুক তবু সে মোর ব্যাথা বহনের কথা  
হে সময়, করি আজও বিশ্বাস  
তোমায়, বিশ্বাসের হয় কি কভু  
বিশ্বাসঘাতকথা

যাবো আমি তোমার মনে, উত্তরের খোঁজে  
আসে যদি বাঁধা তবু ভয় কি মোর সাজে  
খোলো দ্বার হে পত্র মোর, দেখাও পথ  
উত্তর শুধু জানতে চাই,  
প্রস্তুত যে মোর জীবনান্তের রথ

তোমার একটি "হ্যাঁ" কি "না" তে লুকায় রয়েছে  
মোর জীবনের অর্থ  
বলেছিলে তুমি পত্রের অপেক্ষায় রইবে  
তুমি যথার্থ  
লিখেছিনু তারে তোমার তরে, পূর্ণ হয়েছি আজ  
এসেছি তাই তোমার দ্বারে,  
আলোকিত করো মোর হৃদয়ের সাঁজ

কঠিন ব্যামো দিয়েছে মোরে একটি দিনের বিরহ  
তোমার গৃহের সামনেই উঠেছি এসে, অসুধ বৈদ্য  
সহ  
খবর তুমি পেয়েছো জানি, করছি তাই শুভক্ষণের  
অপেক্ষা  
নিশি চন্দ্র সাক্ষী রেখে পূর্ণ হোক তবে  
জীবনাকাঙ্খা

দুর্বল যে আজ আমি বড়ো, শয্যাস্থ, সঙ্গে ভীষণ  
জ্বালা  
মুহূর্ত যে বয়ে যায় এবার সূর্য ওঠার পালা  
সূর্যদয় হলো ঠিকি মোর সূর্যাস্থের পশ্চাতে  
খবর পেয়ে ছুটে এলে, আমিই কি সে, তা জানতে

পত্রখানি মোর ধরে আছো, দেখি তোমার হাতে  
তোমার করুণ অক্ষুধারা তার জবাব দিল,  
চিরদিনি ছিলে তুমি মোর সাথে  
মিটলো মোর শেষ আবদার, জীবন কাটলো যার  
টানে  
প্রাণ দিয়ে আবার আমি পূর্ণ স্থান পেলাম তোমার  
প্রাণে



## BE PROUD TO BE WOMAN

Yes, woman you are,  
And you too can go far.  
Weak you are not,  
Allow not to rot,  
Nothing do you lack,  
Let not others suck,  
Own potential you have,  
Paths of glory you can pave.  
Nothing to hide,  
Nothing to fear  
You came alone,  
so whom do you care?  
Live on your dreams -  
Let your success gleams;  
You do differ,  
Just like men are.  
Be your own identity.  
Worship yourself as your deity.  
Love to live and love your soul,  
Make a start and reach your goal.

- SARMISTHA PAL



- illustration by  
ESHIKA KESHAR



# ভাসিলিসার পদ্য

- দ্বৈতা হাজারা গোস্বামী



বন্দীদশায় প্রেম বাড়ে নাকি বিরহ  
সুখী লোক তার খবর কী করে রাখবে ?  
যার কাজ নেই আমার মতন সেই তো  
ভাসিলিসা হয়ে ইভান তোমাকে ডাকবে

জানলার ছায়া ভেসে যায় নীল নদীতে  
গড়িয়ে গিয়েছে বিকেলের কায়া রাত্রে  
আমি বসে থাকি একটা তারার টুংটাং  
সুর ঝরে পড়ে আকাশের কালো গাত্রে

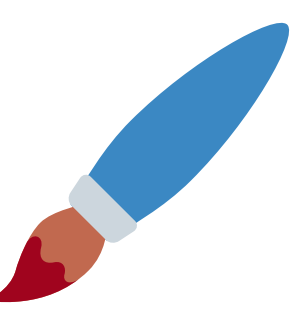
দেখি রোজ রোজ গান গেয়ে যায় অন্ধ  
ছবি ঐকে যায় লাল নীল রঙে নির্বাক  
কথা ফুরিয়েছে তার হৃদয়ের গন্ধ  
তবু ছুঁয়ে দিয়ে মন আরও কিছু দূর যাক

এই মিনারের জানলায় বসে থাকবো  
রুমালের মতো দুধ সাদা মেঘ ভাসবে  
ভোর হলে শুধু হাততালি দিয়ে ডাকবো  
পাখপাখালিরা দলবলে ছুটে  
আসবে

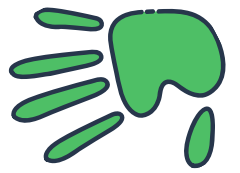
আর পৃথিবীর বুক চাপা যত কষ্ট  
নেই হয়ে যাবে  
চিরটা কালের জন্যে  
তুমি ঘুম যাও শান্তিতে রাজপুত্রুর  
রাত জেগে তাই বসে আছে রাজকন্যে







# Our Budding Artists!



*Avni S. Simha, 5yrs*



*Aarohi Banerjee, 5yrs*



*Shreyan Roy, 7yrs*



# লকডাউনের রান্নাবাটি

-তন্নিষ্ঠা রায়

পশ্চিমদেশের নিরিবিলি এক শহরে আমাদের বাস, আমি এবং আমার জর্মন পতি। সোম থেকে শুক্র কর্তা-গিন্নী অফিস যাই। অফিসে ক্যান্টিনে খাই। সপ্তাহে একাধিক দিন সন্কেবেলা বাইরে খাই বা আনিয়ে নি।হপ্তায় দু-তিন দিন যতন করে রাঁধি – দুইজনেই খুশি। দিব্যি চলছিল, এমন সময় করোনা দেবীর প্রাদুর্ভাব। আমাদের এখানে February র শেষ থেকে চলাফেরার নিষেধাজ্ঞা, এই কিছুদিন আগে নিয়ম শিথিল হয়েছে। কিন্তু অফিস যাওয়া এখনও নৈব নৈব চাটানা ছয় মাসের বেশী হল হোমঅফিস করছি দুই জন।বাড়ি থেকেই কাজ, সকালে ওঠা নেই, কোনরকমে নাকে মুখে গুজে দৌড়নের দরকার নেই; প্রথম কয়েকদিন বেশ গেল। তারপর দূরের ঘন কাশবন হঠাৎ ফিকে হয়ে গেল। ক্যান্টিনের আলুনি তরকারী আর স্যালাডের স্বাদ বহুদিন পাই না, কোনদিন ভাবিনি তার জন্য মন কেমন করবে। কারণ কিছুই না—দু বেলা খাবারের ব্যবস্থা করে, অফিসের কাজ সামলাতে প্রাণ ওষ্ঠাগত।এতদিন যা মাঝেসাঝে হোমঅফিস, সে শুধু আমার থাকত। কর্তার দুপুরের খাওয়াদাওয়া অফিসে হত, আমাকে অত মাথা ঘামাতে হত না। এখন তিনি দুই বেলা বাড়ীতে খান এবং বায়না করেন। আমার কর্তা এমনিতে বেশ সুবোধ, রান্নাঘরে তিনি আমার সুশেফ (sous-chef)। নিজেও এটা ওটা ভালই পারে- নুডল, নানা রকমের স্যালাড, আলুনি তরকারী। কিন্তু আমি ভাল মন্দ খাইয়ে মাথায় তুলেছি— এখন নুডলে আর মন ভরে না। তারপর পালোয়ান মানুষ তিনি- রোজ দশ কিমি না দৌড়লে চলে না, আমার আর ওনার আহারের অনুপাত এক:আড়াই ..... অন্ন সংস্থান করতে করতে চুল পেকে গেল। শেষে ভাল উপায় করেছি- ক্যাসেরোল। ঘরে যা কিছু আছে, সব দেওয়া যায়, অনেক কিছু থাকে বলে পেট ভরে, স্বাদ বেশ ভালই হয়। ইচ্ছা হলে উপরে চীজ দিয়ে বেক করে নাও, একদম ইটালিয়ান লাগবে খেতে।

অল্পে পেট ভরে যায় বলে, বড় বেকিং ফর্মের এক বাটি করলেই হয়, আমাদের দুজনের দুদিন চলে যায়। এই প্রসঙ্গে বলি, আমি সব আলাদা করে রান্না করে বেক করতে দি, কাজেই বেকিং ওভেন না থাকলেও, অসুবিধা নেই। প্রতিটা স্তর বসিয়ে নিতে পারলেই হল।

পরের পাতায়

## রান্নার প্রণালী

একদম নিচের স্তর বা বেস্ করতে ভারী কিছু লাগে: সেদ্ধ ভাত, সেদ্ধ নুডল বা ম্যাশড পোটাটো(আলুসেদ্ধ মাখা);

এর উপর দিয়ে একটা স্তর দিতে হয়- তরকারি, মাংস দিয়ে আর ঘরে যা আছে সেই সবজী দিয়ে। একদম নিরামিষ করলে মাংস বাদ দিয়ে পনীর বা সবজী শুধু দি। তরকারী ইচ্ছামত মসলা দিয়ে বানাই, যেদিন যেমন মন করে। কর্তার বিলিতি জীভ- ঝাল সয় না, তাই মেপেজুপে মশলা দেওয়া।

তরকারির উপর আবার একটু ভাত বা আলুসেদ্ধ দিয়ে তৃতীয় স্তর।

ইচ্ছা হলে এর উপর নরম কিছু দেওয়া যেতে পারে। তরকারি বেঁচে থাকলে সেটাও আবার দেওয়া যেতে পারে।

যদি বেক করা হয়, তবেই এর উপরে চীজ ছড়িয়ে, দশ-পনের মিনিট বেক করে নেওয়া, ব্যস্ কাজ শেষ। বেক না করলে বা চীজ না দিতে চাইলে, দরকার নেই। এটা ব্যক্তিগত পছন্দের ব্যাপার।

পরিবেশন করার আগে উপরে একটু গাজর, শশা, টমেটো, পেঁয়াজ এইসবের কুচি ছড়িয়ে দিলে দেখতে ভাল লাগে। স্যালাড হিসাবে খাওয়াও যায়।

রান্নাতে স্বাদ মত নুন দেবেন। খেয়াল রাখবেন অনেকগুলি স্তর- তাই নুন একটু মাপে দিতে হয়।

পরিশেষে অল্প লেবুর রস উপরে ছড়িয়ে দেবেন।

যবে থেকে এটা করছি, দেখছি খাওয়ার সমস্যা অনেকটাই কমে গেছে।

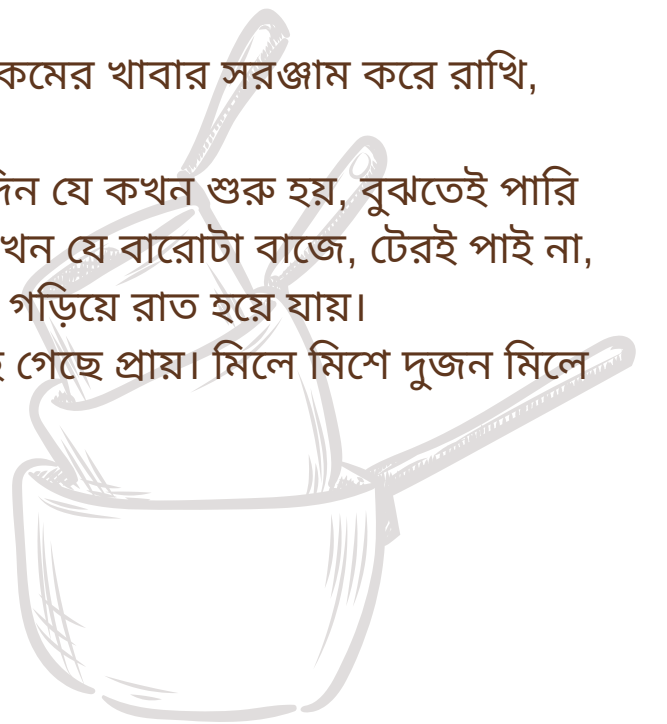
আমার খেতে ভাল লাগে, বারবার রান্না করতে হয় না। সেও খুশি; এটা খেতে নাকি দারুণ, বিশেষ করে পালোয়ানি করে আসার পরে।

ক্যাসেরোল বানানোর বুদ্ধি নিয়ে আজকাল নানারকমের খাবার সরঞ্জাম করে রাখি, তাড়াতাড়ি যাতে বানিয়ে নিতে পারি।

হোমঅফিস হয়ে কাজের চাপ বড্ড বেড়ে গেছে। দিন যে কখন শুরু হয়, বুঝতেই পারি না। সকালে উঠে কফির কাপ নিয়ে কাজে বসি, কখন যে বারোটা বাজে, টেরই পাই না, নাকেমুখে গুজে আবার বসি- সকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হয়ে যায়।

হেঁশেলে সময় কাটিয়ে, যত্ন করে রান্না করা, উঠেই গেছে প্রায়। মিলে মিশে দুজন মিলে এটাই করে নি কাজের ফাঁকে।

খেয়ে বলবেন কিন্তু কেমন লাগল।

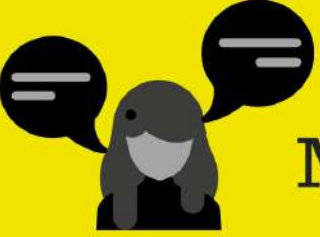




Customer-oriented Services



365 days Availability



Multi-lingual Staff



MOVING | ASSEMBLY | TRANSPORTATION | CLEANING

# R.K.V. TRANSPORT & UMZUG SERVICE

since 1994



*relax, we're just a call away*



0171-4739993



rkv-umzug@gmx.de



rkv-transport-umzug.de

Celebrating

## Rhein-Ruhr Durgotsav

with

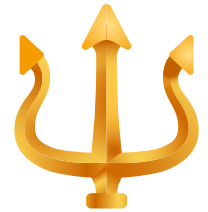
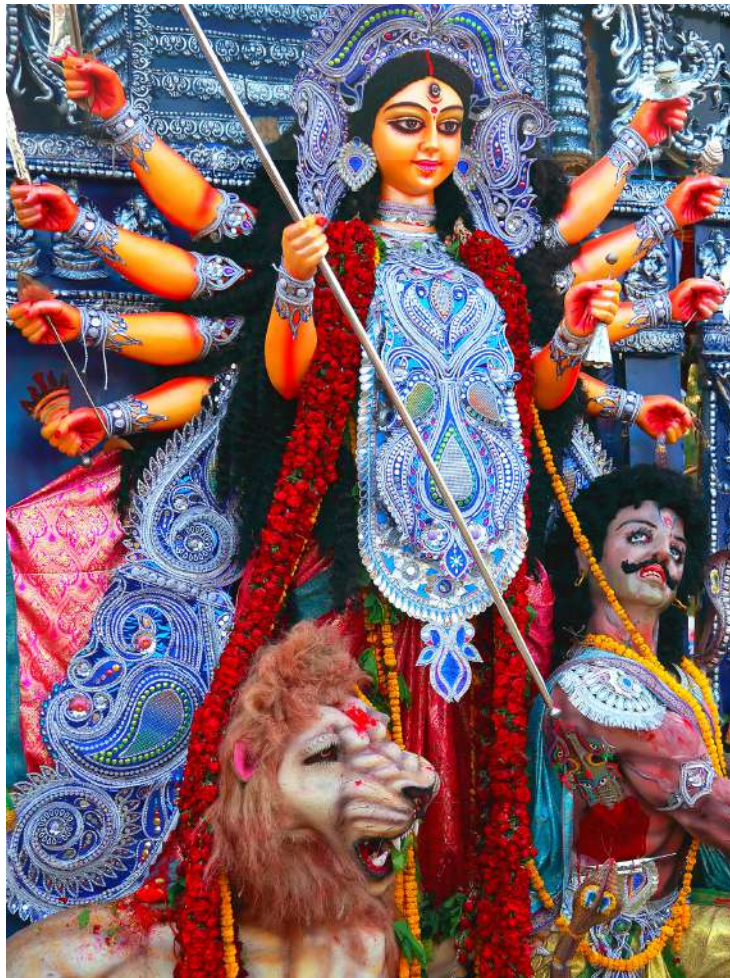
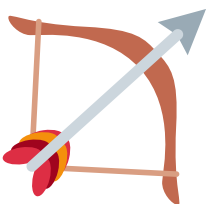
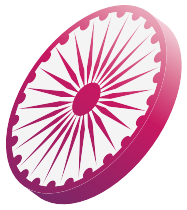


# DOSHO BHUJA - MAA DURGA

-Vaishali Choudhury, 11yrs

Do you know why Maa Durga is also called "**Dosho Bhuja**"? Maybe you know, because she has 10 arms. Do you know why she has 10 arms, not 11/12 or even 8/9?

Durga was created to destroy the evil demon **Mahishasura**. The ten arms of Durga symbolize that she protects us from all directions, known as the eight corners, the sky and earth. The ten hands of Durga hold in them a conch, discus, lotus, sword, bow and arrow, trishul, mace, thunderbolt, snake and flame.



# রাতের শেষে

-পুতুল গাঙ্গুলী

সি. এম. সি ভেলোরের কার্ডিওলজি ডিপার্টমেন্ট

- হাতে ব্যান্ড পড়ে স্বপনবাবু চেয়ারে বসে আছেন অধীর অপেক্ষায়। তিনি ভালই বুঝতে পারছেন বয়েস ওনাকে আঠে পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে একটু একটু করে। হঠাৎ বড্ড অসহায় লাগছে নিজেকে। এতগুলো বছর একা কাটাবার পরও একাকিত্বটা গত দু-এক বছর চন্দ্রগ্রহণের মত গ্রাস করছে উনাকে।

স্বপনবাবুর ৩২নং এ নাম রয়েছে। মাইক-এ হঠাৎ একটা নাম শুনে চমকে উঠে সামনের দিকে তাকাতেই ওনার চোখ চলে যায় এক মহিলার দিকে। দৃষ্টিটা চুইংগামের মত আটকে যায়। স্বপনবাবু লক্ষ্য করলেন মহিলা বয়েসের তুলনায় একটু বেশীই যেন প্রৌঢ়ের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। স্বপনবাবুর হার্টের কাছটা হঠাৎ চিনচিন করে ওঠে, সারা মনজুড়ে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করতে থাকেন তিনি।

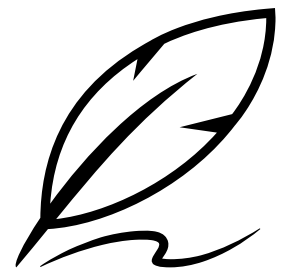
-নাহ্!! আমি কি ভুল দেখলাম? নাকি চিনতে ভুল হলো আমার? এটা কি ভাবে সম্ভব?" আকাশ পাতাল ভাবতে থাকেন স্বপন বাবু। মাইক-এ নিজের নাম শুনতে পেয়ে উনার সশ্বিৎ ফিরে আসে। ইতিমধ্যে মহিলা কখন যেন বেরিয়ে চলে যান।

ই. সি.জি আর এক্সরে ডিপার্টমেন্টের দিকে এগোতেই আবার সেই মুখ। ক্যাশকাউন্টারে টাকা জমা দিয়ে টেস্ট-সেন্টারের কাছে যেতে গিয়ে স্বপনবাবুর সাথে অনুভা দেবীর মুখোমুখি। অকস্মাৎ এই ঘটনায় অনুভাদেবী হাঁচট খেয়ে, অতি কষ্টে নিজেকে সামাল দেন। শত চেষ্টার পরেও দুজনেরই চোখ বারবার চলে যাচ্ছে দুজনার দিকে। মানুষের মন বোধ হয় এইরকমই, বেশি শাসনে সে শিশুতে পরিণত হয়।

টেস্ট হবার পরেও অজানা এক কারণে সেখানে অনুভা দেবী বসে অপেক্ষা করতে থাকেন। স্বপনবাবু ল্যাব থেকে বেরিয়ে আসার পর দুজনে পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করেন। দুজনের মধ্যে অদ্ভুত এক অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা। কিছুক্ষন পর স্বপনবাবুই কথা শুরু করেন। টুকটাক কথা চলতে চলতে একটু যেন সাবলীল হয়ে ওঠেন দুজনেই। কথোপকথন গড়াতে গড়াতে দুজনে হসপিটালের ক্যান্টিনে এসে হাজির হন।

কথা বলতে বলতে ঘন্টা খানেক নিজেদের অজান্তেই কেটে গেছে। যে ডিভোর্সের কাগজ দুজনকে এতগুলো বছর দূরে সরিয়ে রেখেছিল, আজ সময় নামক অলিখিত কাগজ তাদের আবার কাছাকাছি আনতে সক্ষম হয়েছে।....

পরের পাতায়



....কত পুরনো স্মৃতি...

কিছু মধুর,কিছু তিক্ত,কিছু অসহনীয় ঘটনা,কিছু ডুল বোঝাবুঝি আজ সবই যেন দুজনার কাছে ঝোড়ো বাতাসের সাথে মিলিয়ে গেছে। পড়ে রয়েছে আফসোস যা এত বছর ধরে ঘুণপোকাকার মত কুঁড়ে কুঁড়ে খেয়েছে স্বপনবাবুকে।আর একাকীত্বের যন্ত্রণা যা দুজনকেই বড্ড বেশি দুর্বল করে তুলেছে। “সেই দুঃসহ সময়ে পরিবারের সব কথা না শুনে যদি একটু অনুভার পাশে দাঁড়াইতাম,তাহলে জীবনটা আজ হয়তো অন্য ভাবে বয়ে চলতো”-নিজের মনেই বলে ওঠেন স্বপনবাবু।

সাতদিন পর বাড়ি ফেরার ঘন্টা বেজে ওঠে।বাড়ি ফেরার বেশ কয়েকদিন পার হয়ে যায় নিজের ছন্দে।দুজনের মধ্যে হোয়াটসঅ্যাপে টুকটাক মেসেজ বিনিময় হয়েছে,কিন্তু সেই ভাবে ফোনে কথা হয়ে ওঠেনি।

আজ সকাল থেকেই অনুভাদেবীর শরীরটা বেশ খারাপ,কোনো রকমে শরীরটাকে টানতে টানতে এনে ব্যালকনিতে এসে বসেন।হঠাৎ ফোনে রিং,অপরপ্রান্তে স্বপন বাবু।"অনুভা সবকিছু ভুলে আমরা কি আবার আগের মত..... প্লিজ প্লিজ...স্বপন বাবুর গলা কান্নায় ধরে আসে।"

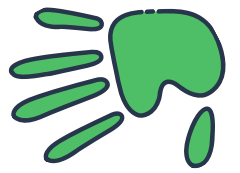
এদিকে অনুভাদেবীও নিজেকে সামলাতে পারেন না।

সুস্থ সবল দুটো হৃদয় মায়া ও ভালোবাসার বন্ধনে নিজেদের ধরে রাখতে পারেনি,কিন্তু আজ অসুস্থ দুই হৃদয় সক্ষম হলো...





# Our Budding Artists!



*Manikrishna Laha, 7yrs*

*Aarjav Banerjee, 7yrs*

*Unsere Wünsche*



*Erish Nimade, 4yrs*







# WITNESS THE CULTURAL EXTRAVAGANZA

ICCHE  
Indian Cultural  
Heritage Centre

ICCHE  
Indian Cultural  
Heritage Centre



AT OUR FACEBOOK PAGE

DurgaPuja in Düsseldorf, Essen,  
Duisburg, Hannover @ RheinRuhrDurgotsav





# আমাদের ছোট গ্রাম

-তপতী রায়

আমাদের ঐ ছোট গ্রাম খানি  
ছবির মতো আঁকা ।  
মাঝখানে তার বুকটি চিরে  
রাস্তা গেছে পাকা।  
প্রভাত থেকে গভীর নিশী  
গাড়ির কোলাহল ।  
গাড়ির ধোঁয়া ঢালছে কোথায়  
দারুণ হলাহল ।  
তবুও তাহার মলয় পবন  
শুদ্ধ করে মন।  
সরোবরের স্বচ্ছ জলে  
হহশীতল তনুমন।  
তিন সরোবরে বাঁধা  
মোর গ্রাম,যেন ত্রিনয়ন।।  
ছোট্ট গ্রামের চার পাশে  
রয় সবুজ বনানী ।  
দিঘির বুকে সাঁতার কাটে  
যুগল মরালী।  
শরতের নীল আকাশ মাঝে  
সোনার বরন রোদ।  
শিশির শিউলি গন্ধমাখা,  
মাতাল করা ভোর।।  
হাওয়ায় হাওয়ায়  
চেউ তুলে যায়,  
কাশফুলের ফুলেরই বন।

আগমনীর সুরের ছোঁয়ায়  
বিভোর হয় মন।  
দুর্গাপুজোর ঢাকের কাঠি  
যেই না বেজে ওঠে।  
অমনি তখন সারাটা গ্রাম  
নতুন ভাবে সাজে।  
সারা গ্রামে দুইটি পুজো ,  
বেশীতো কিছু নাই।  
তবু ও সেকথা পুজোর সময়  
সবার আসা চাই।  
নেইকো সেথায় প্যান্ডেলেরী  
আলোর রোশনাই ।  
কিন্তু সেকথা পাই যে  
সবার অন্তরেতে ঠাঁই ।  
নাই বা পেলাম রেসুরাঁরই  
খানদানি আয়োজন ।  
মাটির উপর পংক্তি ভোজন  
সবার কাড়ে মন।  
তাই দূরে থেকে ও  
আজ ও শুনি  
তারই অনুরণন ॥





Shaborni Baluja



Payel Das

### SHABORNI WRITES:

On a chilly dreary Autumn morning, I was walking on an unknown street of a relatively new country. But suddenly my heart leapt with joy. For I saw these flowers which, for a moment, made me feel home again! The *Kash Phool* has always been an indicator that you are coming, Maa. When I saw these flowers today similar to the *Kash Phool*, I saw you too. I realized that geography doesn't matter, for you are forever in my heart and my soul. I know that no matter how chaotic our life or the world might be right now, but there will be a time when you will make it alright for all of us again. ***"Even in the midst of life's many storms, my faith keeps me still - Unknown"***

**ME**

-Ditti Ranjan

My lord, dear my lord  
My heart is eagerly waiting, my lord  
Where is my dear dream boy?

Whose looks are intoxicating  
Whose touch makes me shiver  
Whose talks mesmerize...

Me

Who is loyal to the world  
Who is loyal to himself  
Who is loyal to...

Me

Who fights for what he wants  
Who fights for what he deserves  
Who fights for....

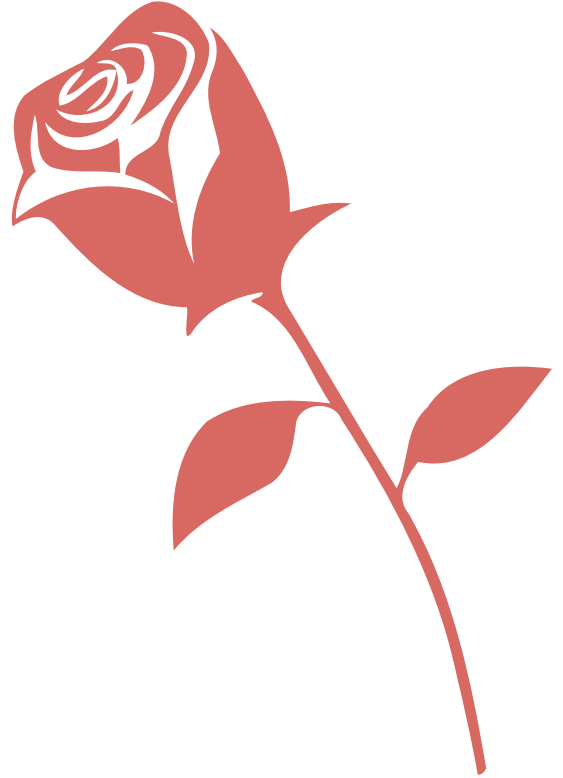
Me

Who walks with me, hand in hand  
Through every sorrow and joy  
Till my last breathe, who loves...

Me

Lord,  
Tell me, will I recognize him?  
Tell me, will he recognize...

Me?





SwissLife



Die  
Techniker



**#1** Online  
Indian grocery  
shop in Europe



**OUR SPONSORS**

**WISH YOU A HAPPY NAVRATRI !**



**Kevin Bahar Store**

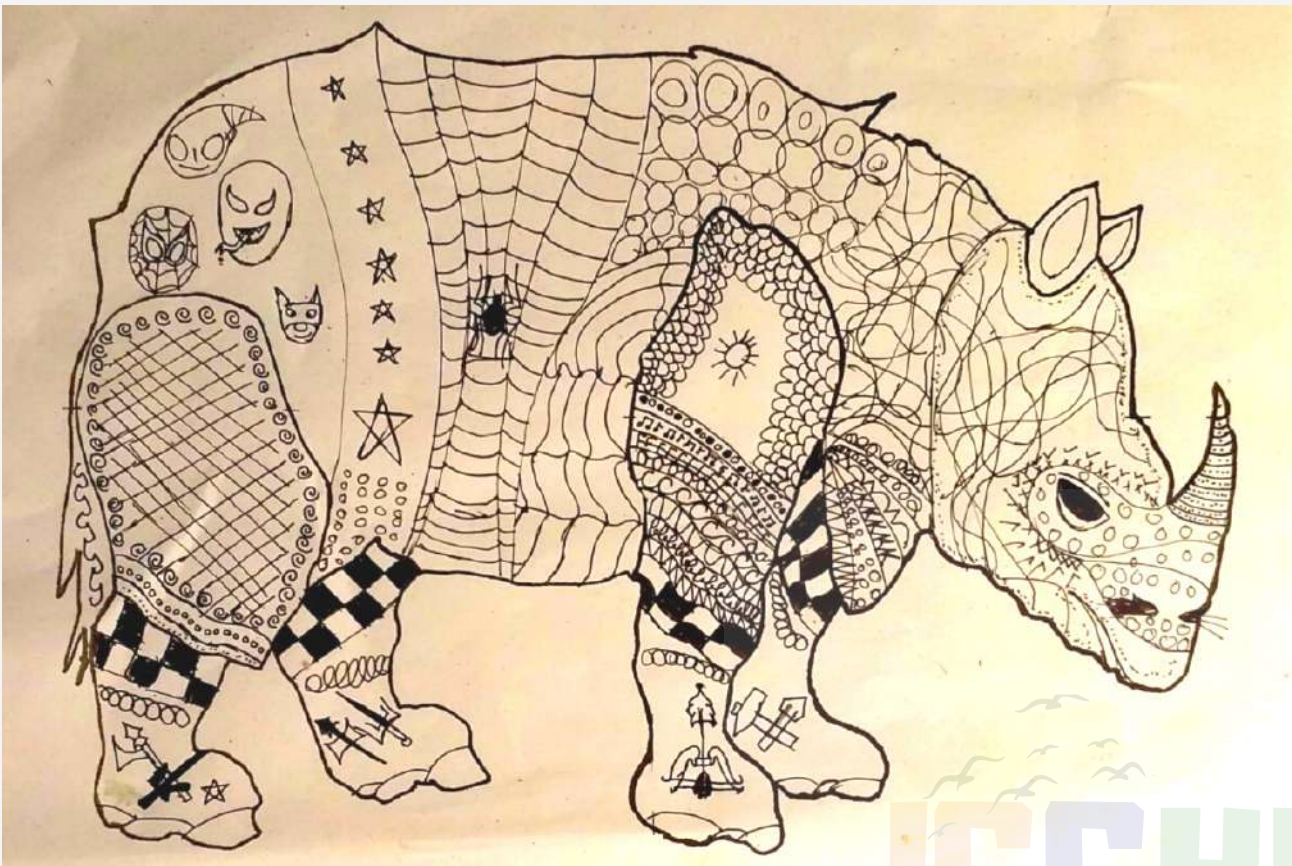
Geschäft Für Indische Lebensmittel in Essen

**RKV**

**TRANSPORT - UMZUG**

since **1994**

"Barbarism (বর্বরতা)" -Kuntal Mukherjee



"Rhino" -Rishit Mukherjee,9years



# আঙ্গুরি কাবাব

-পুলোমা চট্টোপাধ্যায়

আজ আমরা এক কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে বাস করছি .. ঈশ্বরের কাছে আমাদের একমাত্র কামনা তিনি এইসময়ে থেকে আমাদের সকলকে রক্ষা করুন, আবার আমরা আমাদের সুন্দর পৃথিবী ফিরে পাই। আজ আমরা গৃহবন্দী, আর এর মধ্যে একটু আনন্দ খুঁজে নিতে হবে .. এই সহজ উপায়ে রান্নার মাধ্যমে হয়তো আমরা কিছুটা আনন্দ খুঁজে নিতে পারবো।

**উপকরণ :** ( ৫ জনের জন্য )

- ৫০০ গ্রাম বোনলেস চিকেন – ৩ ইঞ্চি টুকরো করবেন
- ৩-৪ কাপ skimmed দুধের দই
- ১-২ চা চামচ রসুন বাটা
- আধ চা চামচ আদা বাটা
- ৩-৪ চা চামচ গোল মরিচের আধ ভাঙা গুঁড়ো
- ১ চা চামচ গরম মশলা গুঁড়ো
- স্বাদ মত লবণ
- ৩-৪ কাপ আঙুর
- ১ টেবিল চামচ তেল

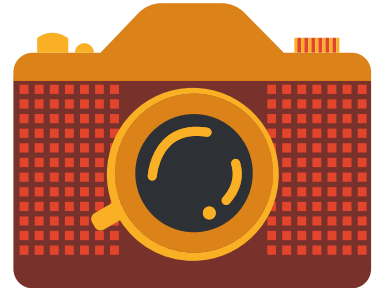
**প্রণালী :**

লবণ ও আঙুর বাদ দিয়ে সব উপকরণ দিয়ে চিকেন টুকরো মেখে ৫-৬ ঘণ্টা ম্যারিনেট করবেন। এরপরে লবণ আন্দাজ করে চিকেনে মেখে ৮০% পাওয়ারে ঢাকা দিয়ে ১২ মিনিট মাইক্রো করতে হবে। মাঝে দুবার নাড়তে হবে। আঙুর চিকেনে মিলিয়ে ঢাকা না দিয়ে ৪ মিনিট মাইক্রো করতে হবে। ২,৩ মিনিট অপেক্ষা করে ওভেন খুলতে হবে। আপনার আঙ্গুরি কাবাব তৈরি।





Amit Saha



Dewali Paul





## THANK YOU FOR BEING A PART OF ICHE

Icche is a platform to let the world know about the wishes and desires of our club- our thoughts and visions regarding the inclusion and bonding of the Indian Diaspora living in Germany. We wish to achieve this through celebrating the various cultural and religious events that embellish the rich fabric of our Indian heritage.



# কাছে থাকবেন পাশে থাকবেন

## Rhein-Ruhr Durgotsav 2020

**Maha Shasti** 22 Oct 2020, Thu

Ghot Sthapan 11.00

Cultural Program 16.00 - 18.00

Shasti pujo & Bodhon 18.00 - 18.30

Online Pushpanjali 18.30

Online Arati 19.00

**Maha Saptami** 23 Oct 2020, Fri

Kolabou snan 10.00

Saptami Pujo 10.30

Online Pushpanjali 11.30

Cultural Program 16.00 - 18.00

Online Arati 18.00

**Maha Ashtami** 24 Oct 2020, Sat

Ashtami Pujo 10.00

Online Pushpanjali 10.30

Sandhi Pujo 11.00

Online Pushpanjali 11.30

Live Pushpanjali 14.30

Pujo Adda 16.00 - 16.50

Live Cultural Program 17.00 - 18.00

Online Arati 18.00

**Maha Nabami** 25 Oct 2020, Sun

Nabami Pujo 11.00

Online Pushpanjali 12.00 - 13.00

Live Pushpanjali 14.30

Pujo Adda 16.00 - 16.50

Live Cultural Program 17.00 - 18.00

Online Arati 18.00

**Bijoya Dashami** 26 Oct 2020, Mon

Dashami Pujo 10.00

Online Pushpanjali 10.30

Live Cultural Program 16.00 - 18.00

Live Bijoya Subhechha 18.00



শারদীয়  
শুভেচ্ছা ও  
অভিনন্দন

\*The schedule is subject to change and depends on the current circumstances.

**ICCHE**  
Unsere Wünsche